৪ পাতার পর:

বিশ্লেষণ - অভিমত

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার ও সুস্পষ্ট নির্দেশ

হাসান মাহমুদ

ও সুন্নাহতে কিছু সম্পূর্ণ ও কিছু আংশিক পরিবর্তন করা হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনই ইহার মূল কারণ''। এ সুন্নত তিনি মওলানাদের জন্য রেখে গেছেন বিরোধীতার জন্য নয় বরং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে, কারণ এর মধ্যেই জনকল্যাণ নিহিত আছে।

এবারে কোরআন। আল্লাহ বলেছেন, ''আমি কোন আয়াত রহিত করিলে বা ভুলাইয়া দিলে তাহা অপেক্ষা উত্তম বা সমপর্যায়ের আয়াত আনি'' - বাকারা ১০৬ এবং ''যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত আনি এবং আল্লাহ যা নাযিল করেন তা তিনিই ভালো জানেন'' - নাহল আয়াত ১০১। একে বলে নসখ অর্থাৎ এক আয়াতকে অন্য আয়াত দিয়ে প্রতিস্থাপন। ইহকালতো বটেই, পরকালেও সুপারিশ করার ব্যাপারে পরিবর্তন আছে আন্ নাবা ৩৮, বাকারা ৪৮, ১২৩, ২৫৪, নিসা ১২৩, আনাম ৫১, ৭০, আল্ যুমার ১৯ ইত্যাদি। প্রথমে বহু বছর চালু রাখার পর কোরআন (ক) জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ বদলিয়ে কাবা'র দিকে করে (বাকারা ১৪২-১৪৪), (খ) বিধবার এক বছরের ইদ্দত (বাকারা ২৪০) বাতিল করে চার মাস দশ দিন করে (বাকারা ২৩৪), (গ) এক সাথে দু'বোনকে বিয়ের প্রথা নিষিদ্ধ করে (নিসা ২৩), (ঘ) অনিয়ন্ত্রিত বহু বিবাহকে সর্বোচ্চ চার স্ত্রী করে (নিসা ৪), (ঙ) পিতামাতা ও আত্মীয়দের উত্তরাধিকার পরিবর্তন করে নিসা (বাকারা ১৮০ থেকে নিসা ১১), (চ) মওলানা মুহিউদ্দীনের অনুদিত কোরআন পৃষ্ঠা ৫৩, ১২৫৫ ও ১৩৪৭ ইত্যাদির উদাহরণ। বুখারীতে আছে ঃ ''বীর মাউনাতে যাহারা নিহত হইয়াছিল তাহাদের উপর নাজেলকৃত আয়াতটি আমরা পড়িতাম কিন্তু পরে তাহা বাতিল করা হয় - চতুর্থ খন্ড হাদিস ৬৯ এবং ইবনে উমর এই আয়াত পড়িত, 'তাহাদের সুযোগ ছিল রোজা রাখা অথবা কোন দরিদ্রকে প্রতিদিন খাওয়ানো' এবং বলিয়াছে এই আয়াতের আদেশ রহিত করা হয় - তৃতীয় খন্ড হাদিস ১৭০''।

ইসলাম বিদ্বেষীরা বলে, নসখ-এর কারণ নাকি আগের আয়াতগুলো ভুল ছিল। কথাটা সত্য নয়, সত্য হলো, উদ্ধৃতি ঃ ''নসখ-এর উপলব্ধি আসিয়াছে মানুষের উপকারের জন্য সমাজের বিদ্যমান পটভূমি ও আইনের সমন্বয় করার প্রয়োজনে .. কোরআন ও হাদিসে নসখ্-এর সর্বপ্রধান কারণ হইল স্থান-কালের বিষয়টি''। বর্তমানের সাথে আইনের সমন্বয় কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তা ইসলামের এক সমালোচনার জবাবে মওলানা মওদুদিও বলেছেন, ''তৎকালীন (অতীতের) বিদ্যমান পরিস্থিতি উপেক্ষা করিয়া ওই সময়ের ঘটনাকে বর্তমানের আলোকে দেখিবার জন্যই এই ভুল হইয়াছে'' - ইসলামিক ল' এন্ড কন্সটিটিউশন, পৃষ্ঠা ২৩৬। আল্লাহ যখন বলেন, ''আজ আমি তোমাদের জন্য আমার দ্বীন সম্পূর্ণ করে দিলাম'' - এর মধ্যে এ বিধানও আছে। এজন্যেই বদলানো হয়েছে হজ্বের সময় পাথর মারার পদ্ধতি, মহাশুন্যে রকেটে এবং উত্তর গোলার্ধে নামাজ-রোজার সময় ইত্যাদি। বর্তমানেও মওলানারা সমান উত্তরাধিকারের আইন চালু করেছেন বেশ কিছু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যেমন, মরক্কো, সেনেগাল, তিউনিসিয়া ইত্যাদি (তিউনিসিয়ায় মুসলমান শতকরা ৯৯%), তাদের কেউ মুরতাদ বলেনি। উনারা যদি পারেন আমাদের মওলানারাও পারেন। দরকার শুধু নিয়তের। মূল্যবোধ ঠিক রেখে পরিস্থিতির সাথে সামাজিক বিধি বদলাতে হবে, নসখ-এর এই সুস্পষ্ট নির্দেশ স্বয়ং কোরআন, নবীজি (দঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) সত্যায়িত করে গেছেন পালনের জন্যই, বিরোধিতার জন্য নয়। অথচ ইসলাম চায় সমাজে বর্তমানের কাঠামোতেই মূল্যবোধের স্বচ্ছ প্রবাহ।

সরকার সহ সবাইকে বুঝতে হবে সাম্য ও সমান অধিকার (ইকুইটি ও ইকুয়ালিটি) এক নয়। নর ও নারীর জীবন, আশা-আকাংখা, শরীর-মন, মানসিকতা, স্বপ্ন, চাহিদা, সমস্যা ও সমাধান শুধু আলাদাই নয় বরং কখনো কখনো পরস্পরের বিপরীত। কিন্তু সেই বাহানায় তাদের নারীর অধিকার খর্ব করাটা সুস্পষ্ট ইসলাম-বিরোধী। নারীর সমান উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ধর্ম ছাড়াও আর্থ-পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বহু জটিল সুতোয় টান পড়বে। তবে তা কেন ইসলাম বিরোধী নয় সেটা জনগণকে পরিস্কারভাবে বোঝানোর বিকল্প নেই। রেডিও-টেলিভিশন, খবরের কাগজে ক্রমাগত নিবন্ধ, বই ও বিশ্ববিখ্যাত প্রগতিশীল ইসলামী বিশেজ্ঞদের সাক্ষাৎকার দিয়ে জনগণকে জানাতে হবে। যারা সমান অধিকারের বিরুদ্ধে সেই তাদের সাথেও দলিলভিত্তিক উন্মুক্ত আলোচনা হওয়াও অত্যন্ত দরকার। ইসলামে নারীর উচ্চ মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত নেই। দ্বিমতটা শুধু পরিস্থিতির, দরকারটা শুধু নিয়তের।

সমান উত্তরাধিকারের বিরোধীরা হারাম নারী-নেতৃত্ব হালাল করেছেন পরিস্থিতির কারণে। নারীর সমান উত্তরাধিকারও হওয়া প্রয়োজন ওই পরিস্থিতির কারণেই। যারা বলেন নারী ত্রিশ কেজি ওজন তুলতে পারে না কিন্তু পুরুষ পারে তাদের জানা উচিত 'কলসী কাঁখে ঘাটে যায় কোন রূপসী'' গানটা শুনতে ভালো কিন্তু এক কলসী পানি নিয়ে আধা মাইল হাঁটলে বহু মর্দেরই কোমরের হাড় নড়ে যাবে। একটানা তিন ঘন্টা ঢেঁকি পাড় দিলে বহু জোয়ান মর্দই বাপের নাম ভুলে যাবে। নারীর পরিশ্রম করার শক্তি ও ধৈর্য্য অসাধারণ, তাও আবার হাসিমুখে। তাছাড়া শারিরীক শক্তিই যদি অধিকার মর্যাদার মাপকাঠি হয়, তবে হাতি হওয়া উচিত আশরাফুল মাখলুকাত।

নারীকে অক্ষম ও দুর্বল ইসলাম করেনি, করেছি আমরা। জীবনের বেশীরভাগ চাপ নারীই বয়েছে চিরকাল কিন্তু তার প্রতিদানতো দূরের কথা স্বীকৃতিও পায়নি। নারী-নিপীড়নে পুরুষ অত্যন্ত চালাকির সাথে কাজে লাগিয়েছে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, খাদ্য, পোষাক, রাষ্ট্র, আইন ও ধর্ম। মুখমিষ্ট উপদেশ আর হিংস্র আইনের শিকার হয়েছেন নারীরা। সেই ষড়যন্ত্র নারী আজ ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছেন। আজ তাদের দায়িত্ব ও সক্ষমতা বেড়ে গেছে শতগুণ। আজ লক্ষ পরিবারে নারীর আয় না হলে সংসার চলে না, বাচ্চাদের মুখে অন্ন ওঠেনা, বুড়ো বাবা-মায়ের চিকিৎসা-ঔষধ জোটে না, তাই তাদের আর্থিক মেরুদন্ডও সমান মজবুত থাকা দরকার।

বিভিন্ন সূত্র থেকে নারী অনেক সম্পত্তি পাবার হিসেবটা অবাস্তব কারণ সেটা মেলে চৌদ্দশ' বছর আগের সমাজের আর্থিক কাঠামোর সাথেই, বর্তমান বাস্তবের সাথে নয়। অতীতে গোত্র তার নারীকে রক্ষা করতো। লক্ষ বর্গমাইলের সেই বিরান মরুভূমিতে সামান্য জায়গায় চাষবাস, কারখানা-অফিস-চাকরী নেই, ইয়েমেন-সিরিয়ার সাথে কিছু ব্যবসা, ব্যাস। উপার্জনকারী পুরুষ আর অজ্ঞ নারী-সমাজের জন্য দেয়া সেই বিধান আজ প্রয়োগ করতে হলে বিশ্বকে সেই চৌদ্দশ' বছর আগের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে যেখানে নারীরা সর্বক্ষেত্রে পুরুষ নির্ভর। আজ অন্ধও দেখছে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা-গার্মেন্ট কে কার ওপর নির্ভরশীল ও কে কার থেকে খরচ করে। তাই বুঝি ''বাস্তববাদী'' বলে বিখ্যাত ইমাম তাইমিয়া বলেছেন, ''মুসলিম বিশ্বে একটি চিরন্তন শাসনব্যবস্থা বাস্তবভিত্তিকও নহে, সম্ভবও নহে'' - পলিটিক্যাল থট অফ ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা ১০৬। অতীতের গোত্র ও একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে বর্তমানের ছোট্ট একক পরিবারে আজ গরীর বাবা-মা, ভাই-বোন বা রাষ্ট্র কেউই নারীকে সেভাবে রক্ষা করতে পারে না, সরকারও পারে না।

আমাদের বুঝতে হবে কোরআন শুন্য থেকে এসব বিধান দিয়ে সমাজ সৃষ্টি করেনি বরং তখনকার সমাজের নারী বিরোধিতায় কিছুটা ভারসাম্য এনে ভবিষ্যতের পথ দেখিয়ে গেছে নর-নারীর সমান মানবাধিকারের। এ দু'য়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। যে দেশে প্রায়ই নীরব দুর্ভিক্ষ, ভয়াবহ মঙ্গায় পুড়ে যায় কোটি মানুষ আর রাস্তায় মরে পড়ে থাকে হাড্ডিসার লাশ, লেগে থাকে বন্যা-খরা-ঝড়-সিডরের ধ্বংস, কোটি মানুষ অর্ধাহারে সে দেশে দেনমোহর বা স্বামীর ভরণপোষণের দায়িত্বের যুক্তি নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র। যারা দেনমোহরের কথা বলেন তাদের জানা উচিত সে পরিমাণও নারীর সারা জীবনের দরকারের তুলনায় তুচ্ছ এবং দেনমোহর হতে পারে এক জোড়া জুতো বা কোরআন থেকে কিছু তেলাওয়াত -(শারিয়া দ্যা ইসলামিক ল' পৃষ্ঠা ১৬৩, ১৬৪ ও বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭৬)। যারা 'স্বামীর ভরণপোষণের দায়িত্ব''-এর যুক্তি দেখান তাদের জানা উচিত সেই সমাজে নারীকে পুরুষের চেয়ে কম অধিকার দেয়ার কারণটাই হলো নারীর দায়িত্ব নেবার অক্ষমতা। কিন্তু তার জন্য নারী দায়ী নয়, দায়ী সেই সমাজব্যবস্থা।

তাছাড়া, ''স্বামীর ভরণপোষণের দায়িত্ব'' দায়িত্বইবা শারিয়া আইনে কতটুকু ? উদ্ধৃতি ঃ ''বাচ্চা হইবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ডাক্তার-ঔষধের খরচ বা সাবান-প্রসাধন কিংবা দিতে স্বামী বাধ্য নহে। স্বামী খাবার, বাসা ও পোষাক দিবে বাধ্য স্ত্রীকে, অবাধ্য স্ত্রীকে নহে''- (হানাফি আইনে-হেদায়া, পৃষ্ঠা ১৪০, শাফি' আইন নং এম-১১-৪)। বলাই বাহুল্য কে বাধ্য আর কে অবাধ্য স্ত্রী, তা ঠিক করবে ঐ স্বামীই। দেখুন ঃ ''স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর জিম্মায় ওয়াযিব, তা চারটি বস্ত্তর মধ্যে সীমাবদ্ধ - আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশী কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ, অপরিহার্য নয়'' - মুহিউদ্দিন খান অনুদিত কোরআন, পৃষ্ঠা ৮৬৭। ইসলামের এসব নির্লজ্জ ও হিংস্র ব্যাখ্যায় মুসলমানের বহু সর্বনাশ হয়েছে। যে মা-বোনের আদর ছাড়া, পরিশ্রম ছাড়া জীবন চলে না, অনেক ক্ষেত্রে তাদের আয় ছাড়া বাসা-খাবার-শিক্ষা-ঔষধ জোটে না, এসব আইন তাদের জন্য অপমানকর। অর্ধেক সম্পত্তি শুধু অর্ধেক সম্পত্তিই নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে নারীর আত্মবিশ্বাসের প্রশ্ন যা ছাড়া বিশ্ব-মুসলিমের উন্নতি হবার নয়। কোটি কোটি নারী মরমে মরে থাকেন এসব কারণে, কোরআনে সুস্পষ্ট আছে বলে কিছু বলতে পারেন না। নারীর অর্ধেক উত্তরাধিকার, অর্ধেক সাক্ষ্য, পুরুষের ইচ্ছেমতো অনিয়ন্ত্রিত বহু বিবাহ, স্বামীর তাৎক্ষণিক তালাকের অধিকার, স্ত্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধেও তাকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার (তৃতীয় তালাকের আগে), শর্ত সাপেক্ষে হলেও স্ত্রী প্রহারের অধিকার এসব কারণেই মুসলিম বিশ্বে আত্মবিশ্বাসী নারী জাতির উন্মেষ হয়নি দেড় হাজার বছরে। আত্মবিশ্বাসী মায়ের অভাবে আত্মবিশ্বাসী জাতি তৈরী হওয়া কঠিন - তাই নিজেদের যত ব্যর্থতার দায় অন্যের ''ষড়যন্ত্র'' বলে চালিয়ে দেবার প্রবণতা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র।

সুস্পষ্ট নির্দেশেরও স্থান-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতা থাকে, তা আমাদের জানা দরকার। যেমন ঃ

১). শনিবারের সীমা লংঘন করো না - বাকারা ৬৫, নাহল্ ১২ আরাফ ১৬৩ ও নিসা ১৫৪।
২). সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করো না - বাকারা ২১৭।
৩). নবীজি (দঃ)-এর সামনে উঁচু গলায় কথা বলো না - হুজরাত ২।
৪). ক্রীতদাসীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক বৈধ - মুমিনু'ন ৫, ৬, আহযাব ৫০।
৫). গণিমতের মাল হলো আল্লাহ'র, রসুলের, গরীবের, বিজয়ী সৈন্যদের (ইত্যাদি) - আনফাল ১, ৪১, ৬৯।
৬). কাফেরদের জোড়ায় জোড়ায় কাটো - আনফাল ১২।
৭). অমুসলিমদের কাছ থেকে জিজিয়া কর নাও - তওবা ২৯।
৮). উটের মূত্র পান করার নির্দেশ - মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খান অনুদিত বুখারী ৮ম খন্ড ৭৯৭।
৯). বিভিন্ন কারণে দাসকে মুক্ত করো - নিসা ৯২, ঐ বুখারী ৩য় খন্ড ৬৯৫, ৬৯৬, ৭২০ ৪র্থ খন্ড ২৫৫ ইত্যাদি।
১০). নারী নেতৃত্বে কোন জাতি উন্নতি করতে পারবে না - ঐ ৫ম খন্ড হাদিস ৭০৯।
১১). নাবালিকা বিবাহ অনুমোদিত - সুরা তালাক ৪।

এ রকম শত শত আছে। এর কোন্টা বিশ্ব মুসলিম চাইলেও মানতে পারবে না, আর কোন্টা ইচ্ছে করেই মানবে না সে ভার আমি পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু সেজন্য কেউ মুরতাদ হবেন না, কারণটা বলে গেছেন ইমাম শাফি, কোরআনের সব নির্দেশ সবার জন্য নয় - ''রিসালা''- বিভিন্ন পৃষ্ঠা। ''জোড়ায় জোড়ায় কাটো'' কিংবা ''দাসকে মুক্ত করো'' চিরকালের নির্দেশ নয় বরং তখনকার জন্য তা মওলানারাই বলেন। কথাটা সত্যিও। ঐ একই হিসেবে নারীর পারিবারিক বিধানগুলোও শুধুমাত্র তখনকার জন্য এ কথাও সত্যি না হবার কোনই কারণ নেই।

অসীম কোরআন দু'হাত ভরে দিতে চায় কিন্তু সসীম মানুষ দু'হাতের ওপরে দু'মুঠোর বেশী নিতে পারে না। আমাদের বুঝতে হবে মদ্যপানের মতো অভিশাপ কোরআন হুকুম দিয়ে একদিনে দূর করতে পারতো কিন্তু কেন ধীরে ধীরে তিনটি পদক্ষেপ নিলো। দাস প্রথার মতো অভিশাপ কোরআন এক হুকুমে দূর করতে পারতো কিন্তু কেন একটু একটু করে এগিয়ে বহু বছর পর উচ্ছেদ করলো। পুরুষের ইচ্ছেমতো বহু বিবাহ আর তালাক, স্ত্রী-প্রহার, প্রতিটি নারী সম্পত্তিহীন, তার চাক্ষুষ সাক্ষ্য আদালতে অচল ইত্যাদি শুধু আরবেরই নয় বরং মানুষের সামগ্রিক ইতিহাসের চিরন্তন কুপ্রথা। সেগুলোকেও কোরআন এক হুকুমে দূর করতে পারতো। কিন্তু কোরআন জানে, কোন ভালো বিধানও মানুষ যদি না উপলব্ধি করে তবে জোর করে চাপিয়ে দিলে পরে সমাজের সর্বনাশ হতে বাধ্য। তাই আমরা দেখি কোরআন অতি সতর্কভাবে একটু একটু করে ততটুকুই প্রতিষ্ঠিত করেছে যতটুকু মানুষ নিতে পারতো, যতটুকু সেই সমাজে সম্ভব ছিল। সেজন্যই কোরআন প্রাথমিকভাবে প্রতিটি নারী অত্যাচারের ওপরে বিভিন্ন শর্ত দিয়ে প্রচন্ড বাধা সৃষ্টি করেছে, অর্ধেক হলেও নারী সাক্ষ্য ও নারী উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু সেটাই মঞ্জিলে মকসুদ নয়। এ সমস্যারও শেকড় এত গভীরে ছিল যে দাস প্রথার মতো এটাও পুরো করা নবীজি(দঃ)-এর সময়ে সম্ভব হয়নি। তাই কোরআন দিয়ে রেখেছে গন্তব্যের নির্দেশ ঢ় দাস প্রথা উচ্ছেদ করো এবং নরনারী পরস্পরের পোষাক, পরস্পরের ওলী। পোষাক বা ওলী পরস্পরের অর্ধেক হয় না। নবীজির জীবনে দাস প্রথা উচ্ছেদ হয়নি, হতে হাজার বছর লেগেছে। নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায়ও বহু সময় লাগবে। আফ্রিকার বিখ্যাত মুফতি দেশাই, সৌদি প্রধান শিক্ষাবিদ ডঃ ফওজান ও মওলানা মৌদুদির দল ''সুস্পষ্ট নির্দেশ''-এর ভিত্তিতেই দাস প্রথা উচ্ছেদের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সে বিরোধিতা উপেক্ষা করে বিশ্ব মুসলিম যেভাবে দাস প্রথা উচ্ছেদ করেছে ঠিক সেভাবেই নারীর সামগ্রিক অধিকারও প্রতিষ্ঠা করবে। সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার তার একটা পদক্ষেপ মাত্র। এখানে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়, তবে কয়েকশ' দলিল দেয়া আছে আমার ছোট্ট বই ''ইসলাম ও শারিয়া''তে (কিছু মুদ্রণ প্রমাদ আছে, পরের সংস্করণে ঠিক করবো)।

সমাজ বদলের সাথে সামাজিক বিধান বদলাবে, চিরন্তন থাকবে শুধু ঈমান ও মূল্যবোধ। সাক্ষ্য গোপন করিও না .. পিতামাতাকে ভক্তি করিবে .. মিথ্যা হইতে দূরে থাকো .. এতিমের সম্পত্তি খেয়ানত করিবে না .. সুবিচার করো .. সুবিচার করো .. সুবিচার করো .. এইতো মানুষের হৃদয়ের কাছে ইসলামের মহামহিম উদাত্ত আহ্বান ! আর, কোরআন লংঘন ? দেখুন বিবিসি-র খবর, গত সরকারের আমলে কি করা হয়েছে ঃ- ''বিগত সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালে গৃহীত ''নারী উন্নয়ন নীতি -৯৭''-এর নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার বিষয়ে ৭.১ ধারায় বর্ণিত ''সমান অধিকার'' শব্দ দু'টি বাদ দিয়ে করা হয়েছে ''সংবিধান সম্মত অধিকার''। ৭.২ ধারার ''সম্পদ, বাসস্থান, অংশীদারীত্ব, উত্তরাধিকার সম্পদ, ভূমির উপর অধিকার আইন'' ইত্যাদি লাইন ও শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে। ৭.৩ ধারায় ''নারীর সর্বাত্মক কর্মসংস্থান'' বদলে করা হয়েছে - ''যথোপযুক্ত''। ধারা ৮ থেকে রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের পুরোটাই এবং মন্ত্রী পরিষদ, সংসদ ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত কয়েকটি অংশ সম্পূর্ণভাবেই বাদ দেয়া হয়েছে।

এপ্রিল ২০, ২০০৮ তারিখে সরকারের কাছে আলেমদের দেওয়া ''পরামর্শ''-ও মূলত: এ ষড়যন্ত্রেরই কারণ ওই ''যথোপযুক্ত'' ও ''সংবিধান সম্মত'' অধিকারগুলো কি তারাই ঠিক করবেন এবং ঠিক করবেন ওই ইসলামের নামেই। তারা সবাই পুরুষ, কোন নারী-আলেম তো দূরের কথা নেতৃস্থানীয় কোন নারীই তাদের নেই। তাই তারা বানাতে পেরেছেন ইসলামি ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত শারিয়া কেতাব, বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড আইন নং ৩৪৪ - ''তালাক সংঘঠিত হওয়ার জন্য সাক্ষী শর্ত নহে''। এবারে দেখুন সুরা তালাক ২, স্ত্রী তালাকের সময় ''তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখিবে''। এই হলো কোরআন লংঘন। হদ্দ বা হুদুদ হলো জেনা, জেনার অপবাদ, চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ইসলাম ত্যাগ। দিখুন বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খন্ড ৯১৪ গ - ''হদ্দ-এর আওতাভুক্ত কোন অপরাধ করিলে ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না''। হানাফি আইন হেদায়াতেও এ আইন আছে ১৮৮ পৃষ্ঠায়। কোরআন লংঘনের কথাই যদি ওঠে তবে তা এই, নর-নারীর সমান উত্তরাধিকার কোরআন লংঘন তো নয়ই বরং কোরআন পালন।

এবারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা। মতামত সবাই দেবেন কিন্তু লা ইকরাহা ফি-দ্বীন, ধর্মে জবরদস্তি নেই এটা মেনে চলতে হবে। নারীরা কারো চেয়ে কম মুসলিম নন, তাদের অধিকার কারো চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। ইসলামে তাদের কি অধিকার সে ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাদেরই। কারো অধিকার নেই তার বা তাদের মতামত নারীদের ওপরে চাপিয়ে দেবার। এ জন্যই এ বিষয়ে নারী জরীপ জরুরী। তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক বা ভুল যাই হোক সে জবাব আল্লাহ'র কাছে তারাই দেবেন। তাদের অমতে কারো মতামত তাদের ওপরে চাপিয়ে দিলে তা সরাসরি ইসলাম বিরোধী হবে, ইসলামের খাতিরেই তা প্রতিহত করা সব মুসলিমের কর্তব্য।

১৯ এপ্রিল ৩৮ মুক্তিসন (২০০৮)

আবেদ ও ব্র্যাক সারা বিশ্বের ভাগ্যহত মানুষকে আশার আলো দেখাচ্ছে

– রিচার্ড লেভিন, প্রেসিডেন্ট, ইয়েল ইউনিভার্সিটি

ব্র্যাক এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান

একুশ ডেস্ক

গত এপ্রিলের ১ তারিখে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ বিশ্বের স্বনামধন্য ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রী লাভ করার অনুষ্ঠানে আসলে হাভার্ডের নোবেল বিজয়ী বাঙালী অমর্ত্য সেন বললেন, 'মাইক্রোক্রেডিট ও ব্র্যাকের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে বিশাল অবদানের জন্য সমগ্র বিশ্ব ইউনূস ও আবেদের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে'।

ফজলে হাসান আবেদ, ড. মোহাম্মদ ইউনূস ও জর্জ সোরেজ। ছবি-শহিদুল.ওর্য়াল্ডপ্রেস

যুক্তিযুদ্ধের প্রবাসী সৈনিক যুদ্ধ শেষ হবার পর পরই দেশে গিয়ে শুরু করেন ব্র্যাকের কার্যক্রম। বিনয়ী ফজলে হাসান আবেদ এক সাক্ষাৎকারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন' (NGO) হবার যোগ্যতাকে আমলাদের সাথে যুদ্ধের জয়ের ফসল বলে মনে করেন। উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার ফল অনেক বড় মাপের হয়, তাই তিনি আইনস্টাইনের উক্তিতে বলেন, 'নলেজ ইস বেটার দ্যান এডুকেশন এন্ড ইমাজিনেশন ইস বেটার দ্যান নলেজ'। ব্র্যাকের কার্যক্রম এখন ৬৯ হাজার গ্রামে প্রায় এক কোটি দশ লাখ মানুষের সাথে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা উন্নয়ন ও উন্নত চিকিৎসা সম্প্রসারণের কাজ করছে। এর মধ্যে অধিকাংশই নারী। ব্র্যাকের স্কুলের সংখ্যা এখন ৫২ হাজার, সাড়ে তিন লাখ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, তার মাঝে ৬৫ ভাগই ছাত্রী। ২০০১ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশে ব্র্যাকের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, রাতারাতি দুর্নীতির মূল উৎপাটন করা সম্ভব নয়, তবে মাত্র ১ বছর ৩ মাসে নতুন এই অস্থায়ী সরকার দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে হাত দিয়ে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্তদের অবস্থানকে নড়বড়ে করার চেষ্টা চালিয়ে দেশে ও বিদেশে সাধুবাদ কুড়িয়েছে। এই প্রক্রিয়া যেন পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকার চালু রাখে তার জন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে নির্বাচনের আগেই। তাহলে দুর্নীতির মরণ ছোবল থেকে রক্ষা পাবে দেশ ও জাতি। দারিদ্র্যতার মূল কারণ দুর্নীতি থেকে আমাদের বাঁচতে হলে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। - রাশিদুল বারী, অনুলিখন - একুশ ডেস্ক।

লস এঞ্জেলেসে বই মেলা

একুশ রিপোর্ট:

আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম বইমেলা অনুষ্ঠিত হলো গত ২৬-২৭ এপ্রিল ইউসিএল-এর ক্যাম্পাসে। ছবিতে বাংলাদেশী নতুন প্রজন্মরাও যোগ দেয়। বাংলাদেশী অনেক বইও মেলার বিভিন্ন স্টলে ছিলো। লস এঞ্জেলেস টাইমস ও ইউসিএল-এর উদ্যোগে ১০তম এই ''ফেস্টিভ্যাল অব বুকস''-এ প্রায় ৪৫০ জন লেখক-লেখিকা, ৩০০ এক্সিবিটর, ১০০ অথার প্যানেল, ৬টি আউটডোর স্টেজ, ২টি চিলড্রেনস এরিয়া, ৯০০-এর চেয়ে বেশী ভলান্টিয়ার এবং ১৪০ হাজারেরও বেশী বই প্রেমীর আগমন ঘটে। গত বছর একুশ এই বইমেলায় প্রথম অংশগ্রহণ করে ফীচার স্টোরি তৈরী করে। বাংলাদেশীদের মধ্যে এই জাগরণ আনতে একুশ-এর আহ্বানে মেলায় বাংলা পাঠশালা , স্থানীয় অনেক প্রবাসী ও অনেক বাংলাদেশী ভলান্টিয়ারকে এই মেলায় যোগ দিতে দেখা যায়।

বাফলার বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০০৯ সনের কমিটি গঠন করা হচ্ছে

একুশ রিপোর্ট

গত বাফলার প্যারেডের সূত্র ধরে বাফলার পক্ষ থেকে ডঃ মাহবুব খান ২১টি বিভিন্ন কমিটি প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু করেছেন। এই একশন কমিটিগুলি নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করেছেন ডঃ মাহবুব খান। কো-অর্ডিনেশন, ফান্ড রেইজিং, সেমিনার, অর্গানাইজেশনাল ফান্ড কালেকশন, প্যারেড, কালচারাল প্রোগ্রাম, ডিগনটরীস ইনভাইটেশন ও রিসেপশন, পাবলিসিটি, কিডস আর্ট এন্ড পয়েট্রি, ইয়ূথ ট্যালেন্ট শো, মিডিয়া, প্রেস ও মিডিয়া, স্টেজ-লাইট-সাউন্ড সেট আপ, স্টেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ডেকোরেশন, বুথ-ক্যানোপি-চেয়ার-জেনারেটর সেট আপ, বুথ সেলস, এড কালেকশন, ট্রেজারার।

বাফলা টীম মেম্বারদের এইজন্য প্রতিটি বিভাগের জন্য ৫টি নাম দিতে বলা হয়েছে। একজন প্রতিনিধির নাম যেন দুইটি কমিটির বেশীতে না থাকে। বাফলায় যদি নির্বাচিত কমিটি থাকতো তাহলে এই ধরণের কমিটি নিজেরাই তৈরী করা সহজ হতো বলে একুশ মনে করে। নির্বাচনসহ বাফলার স্বচ্ছতা এখন সবার কাম্য।

লস এঞ্জেলেসে ৩৮তম মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

একুশ রিপোর্ট

গত ২৬ মার্চ, ২০০৮ বাংলাদেশ কনসুলেট লস এঞ্জেলেসের আয়োজনে সর্বস্তরের প্রবাসী এবং স্থানীয় কনসুলেট কোরের বিদেশী মেহমানদের আগমনে মুখরিত হয়ে উঠে কনসাল জেনারেল মোঃ আবু জাফরের বাসভবন ৬১১১ ওয়ার্নার ড্রাইভ। সবাইকে স্বাগত জানান মোঃ জাফর ও মিসেস সালমা জাফর। সন্ধ্যা ৭টায় কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বর্তমান উপদেষ্টা সরকারের প্রেরিত বাণী সকলের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনানো হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন শেখ রাজা, ডঃ তৌফিক চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আনিসুর রহমান, মতামত সম্পাদক কুদ্দুস খান ও অন্যান্যরা। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেশমাতৃকার শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারের দেওয়া নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশী (NRB) দের নতুন সুবিধার কথা উল্লেখ করেন। নিজ দেশে ওয়েজ আর্ণারদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্যাকেজের কথা ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিলো আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমন্ত্রিত শিল্পী ছাড়াও স্থানীয় শিল্পীরা এতে অংশ নেন। স্থানীয় সংগঠন উত্তরণ, বাংলা পাঠশালা, ঝুমুর শিল্পীগোষ্ঠী, রিদম, বাংলাদেশ একাডেমী তাদের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। মাঝখানে বিরতিতে নৈশভোজের আপ্যায়ন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, পরিচালনা ও সহায়তায় ছিলেন ভাইস কনসাল নুরুল ইসলাম, ভাইস কনসাল শামীম আহমেদ, কমার্শিয়াল কনসাল জাহিদুল হক। স্থানীয় কনসুলেট আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রচুর লোক সমাগম হয়।

গ্রেটার ভ্যালী এসোসিয়েশনের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

গ্রেটার ভ্যালী এসোসিয়েশনের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন গত ২৩ মার্চ, ২০০৮ স্থানীয় প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি মোঃ শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও ভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিয়াজ মোহায়মেন। সভায় সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল হাকিম, মিজানুর রহমান, জামিল আহমেদ, পারভেজ, মফিজ, চপল, মইন উদ্দীন, ইব্রাহিম ও বাশার বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় প্রবাসীদের জন সমাগমে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অরেঞ্জ কাউন্টির বৈশাখী মেলা ১৪১৫

আগামী ৩ মে, শনিবার, ২০০৮ সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। স্থান উইলিয়াম বেলিস পার্ক। এইটথ এন্ড নট এভিনিউ, বুয়েনা পার্ক। সারাদিনব্যাপী মেলায় বিভিন্ন রকমের স্টল, স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও থাকবে শিশু-কিশোরসহ সকলের বিনোদনের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন। উদ্বোধন ঃ দুপুর ১:০০টা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠন বিকাল ৩টায়। স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন, শিউলী মিজান ৭১৪ -২৬২ -৮৪২৬

ইসমাইল হোসেনের সাথে একুশ-এর আলোচনা: বাংলাদেশ ডে ২০০৯ এর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিন।

একুশ ডেস্ক।

বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অব লস এঞ্জেলেসের উদ্যোগে বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০০৮ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল লস এঞ্জেলেসের শ্যাটো রিক্রিয়েশন ও তার সংলগ্ন এলাকা জুড়ে। ২৯ ও ৩০ মার্চের এই বর্ণাঢ্য ও ইল্লেখযোগ্য প্যারেডের নেপথ্যে যে ক'জন মেধাবী মানুষ একযোগে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে ইসমাইল হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি এইবারের প্যারেডকে একটি উৎসব আকারে রূপ দেয়ার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন গত বছরের বিজয় দিবসের রাত (১৫ ডিসেম্বর, ২০০৭) আমরা বিজয় দেখেছির অনুষ্ঠানে। বাংলাদেশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত সেই অনুষ্ঠানটির সমাপনী তিনি টেনেছিলেন এই বলে যে, 'সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নের স্বার্থে আসুন আমরা সবাই মিলে আসন্ন বাংলাদেশ ডে ২০০৮-কে সর্বোতভাবে সফল করে তুলি'। সেদিন তার আহ্বানে ডঃ মাহবুব খান, কনসাল জেনারেল আবু জাফর, মমিনুল হক বাচ্চু, এনামুল হক ইমরান, জাহিদ হোসেন পিন্টু একই সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। একমাত্র জাহিদ হোসেন পিন্টু ব্যতিত অন্য সবাইকে প্যারেডে দেখা যায়।

ডিসেম্বর, ২০০৭ থেকে মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত একটানা চার মাস বিরতিহীন মিটিং, ই-মেইল ও সাংগঠনিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ডে-কে যতোটা সম্ভব আন্তর্জাতিক অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য নিবেদিত এই মানুষটি এখানেই ক্ষান্ত হননি, তিনি গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এ চলতি বছরে আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জনকারী 'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ ২০০৭' ইউনাইটেড নেশন এর পরিবেশ বিষয়ক এশিয়ার লৌহমানব ডঃ আতিক রহমানকে মূল অধিবেশনের প্রধান অতিথি করার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে।

বলাবাহুল্য বাফলা বা বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অব লস এঞ্জেলেস বাংলাদেশে (লস এঞ্জেলেসের বাইরে) সুপরিচিত নয়। কাজেই বাফলার আহুত বাংলাদেশ ডে-কে পরিচিত ও এর ব্যাপকতা সম্পর্কে জনসচেতনতার জন্য ইসমাইল হোসেন ঢাকায় সাংবাদিক ইউনিটি ক্লাবে আয়োজন করেছিলেন এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন। বেস্টওয়ে ফাউন্ডেশনের কর্ণধার মিজান রহমানের ব্যবস্থাপনায় সেই সংবাদ সম্মেলনে লস এঞ্জেলেসের হয়ে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রকার 'উত্তরের থেপ' ও নিপুণ সম্পাদক শাজাহান চৌধুরী, ইসমাইল হোসেন ও মিজান রহমান।

পরদিন ১০ মার্চ দৈনিক আমাদের সময় এই সংবাদ সম্মেলনকে প্রাধান্য দিয়ে প্রথম পাতায় প্রথম কলামে নিউজ এবং শেষ পাতায় পূর্ণ কভারেজ দেয়। একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে লস এঞ্জেলেসের এই বাংলাদেশ ডে-র কভারেজ সেদিন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল নোবেল বিজয়ী ডঃ ইউনূস, সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ ও ডঃ আতিক রহমানের। অবশ্য এই কাজে ইসমাইল হোসেনকে সর্বোতভাবে সহায়তা করেছেন তার দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহকর্মী নাঈমুল ইসলাম খান, যিনি দৈনিক আমাদের সময়ের সম্পাদক, প্রকাশকসহ আরো ১২টি সাপ্তাহিকীর সম্পাদক ও প্রকাশক।

বাফলা আহুত বাংলাদেশ ডে-র কাঠামোগত উন্নয়নে ইসমাইল হোসেন যেসব প্রস্তাবনা ২০০৮ এ সংযোগ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর আলোকে সেমিনার। উদ্বোধনী দিনে তার প্রস্তাবিত প্রবন্ধের নাম ছিল, Environmental problem in Bangladesh and our future. যেখানে বাংলার আদি ইতিহাসের সাথে জলবায়ু, অর্থনীতি এবং পরিবেশ উন্নয়নের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ ডে ২০০৮ এর সমাপনী দিনে ডঃ মাহবুব খান ইসমাইল হোসেন সম্পর্কে বলেন, দুই দিনের প্রোগ্রাম, বাফলার পতাকা ও আন্তর্জাতিক কনসেপ্টের দিকে বাংলাদেশ ডে-কে এগিয়ে নেয়ার জন্য তাকে বাফলার পক্ষ থেকে রিকগনেশান দেয়া হলো। লস এঞ্জেলেস দল, উপদল ও কোন্দলের জায়গা হিসেবে দীর্ঘদিন এর যে বদনাম ছিল ডঃ মাহবুব খান, মেজর অবঃ কুতুবী, কর্ণেল অবঃ ওমর হুদা, জানেট বিশ্বাস, এ কে তোহা, নাজমুল উলা, ডাঃ আবুল হাসেম ও ইসমাইল হোসেনের মতো উদ্যোগী প্রবাসীদের সমন্বয়ে তা পর্যায়ক্রমে মুছে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আগামী ২০০৯ -এ বাংলাদেশ-ডে-কে সফল করতে সত্যিকার অর্থে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লস এঞ্জেলেসকে আলোকিত করার জন্য ইসমাইল হোসেন আহ্বান জানিয়ে বলেন, মুক্ত মন নিয়ে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে ১০১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করুন। বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০০৯ -এর অনুষ্ঠানসূচী এমনভাবে করুন ফোবানার চেয়ে বাংলাদেশ ডে সুস্থ, সুন্দর ও বক্তব্যধর্মী হয়ে ওঠে। আমরা চাই লস এঞ্জেলেস পশ্চিম উপকূলে প্রতিধ্বনিত হোক বাংলাদেশ ডে-র গৌরব গাঁথা। ভাষা সৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা, প্রফেসর, লেখক, সম্পাদক, কনসাল জেনারেল ও নোবেল বিজয়ীকে নিয়ে যে চমৎকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন এবার. আগামীবারে তা যেনো আরো বেশী ভাবগম্ভীর হয়ে ওঠে সেই প্রত্যাশায় একুশ এবং পশ্চিম উপকূলের পাঠক, দর্শক শ্রোতারা অপেক্ষমান থাকবে। যে কোন মহৎ কাজের জন্য আমাদের কলম ও ক্যামেরা সর্বদাই প্রস্ত্তত। একুশ-এর টীম, ডেস্ক রিপোর্টার এবং ভিডিও গ্রুপ সব সময় চায় সৃজনশীল কাজের বাস্তবায়ন। লস এঞ্জেলেসে স্থায়ী শহীদ মিনার গঠনের জন্য গণ স্বাক্ষরসহ সব ধরণের সুস্থ ও জাতীয়তাবাদী কাজের জন্য একুশ নিবেদিত।

লস এঞ্জেলেসে নাঈমুল ইসলাম খানের সংবর্ধনা

তপন দেবনাথ

গত ২৯ ও ৩০ মার্চ, ২০০৮ লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশ ডে প্যারেডে আমন্ত্রিত অতিথি, এ সময়ের বাংলাদেশের জনপ্রিয় পত্রিকা 'আমাদের সময়'-এর সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খানকে ক্যালিফোর্ণিয়া আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। ২৯ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় এটিএন বাংলা লস এঞ্জেলেস কার্যালয়ে এ সংবর্ধনা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্ণিয়া শাখার সভাপতি সোহেল রহমান বাদল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ আতিকুর রহমান ও ডঃ জয়নুল আবেদীন।

মেজবাহ খান ফারুকের উপস্থাপনায় অত্যন্ত পরিপাটি এ সংবর্ধনা সভায় প্রথমে এক মিনিট নিরবে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি সম্মান জানানো হয়। এরপর বিশেষ অতিথিকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। ফুলের প্রদান করে ভ্যালী আওয়ামী লীগ শাখার সভাপতি জাকির খান। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মিয়া আব্দুর রব, সফিকুল ইসলাম, শংকু আইচ, ডঃ তৌফিক চৌধুরী, জাকির খান, নাহার আলম, দেলোয়ার হোসেন, জাহান হাসান, কাজী মশহুরুল হুদা, ওমর হুদা প্রমুখ।

ডঃ আতিকুর রহমান তার বক্তব্যে দেশে যে একটি পরিবর্তন চলছে সে সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন যে, এখন চোরকে চোর বলা যাচ্ছে যেটা কিছুদিন আগেও সম্ভব ছিলো না। ডঃ জয়নাল আবেদীন ইংরেজীতে একটি অতি চমৎকার গল্প বলে তিনি বর্তমান সময়ে স্বদেশ ও প্রবাসের টানাপোড়নের সার্বিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। প্রায় সকল বক্তাই নাঈমুল ইসলাম খান লস এঞ্জেলেসে আগমন করায় তাকে স্বাগত জানান এবং বক্তারা তাদের কিছু দাবী-দাওয়ার কথা সম্পাদক বরাবরে পেশ করেন যাতে করে দেশে গিয়ে তিনি তার পত্রিকায় এই দাবী-দাওয়াগুলো সরকারের নিমিত্তে পেশ করেন। এই সব দাবী দাওয়ার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অন্যতম।

সংবর্ধনার জবাবে নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, রাজনীতি নিয়ে কোন আলোচনা করতে চাই না। কারণ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করলে তা শেষ করা যাবে না। আমাদের সময় পত্রিকা প্রকাশের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি বলেন, পত্রিকা প্রকাশের সময় প্রয়োজনীয় স্টাফ পাওয়া যাচ্ছিল না। ছ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটি কেউ গ্রহণই করছিল না। এখন এই পত্রিকা বেশ সুনাম অর্জন করেছে। এই অনুষ্ঠান আয়োজনকারীদের তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। লস এঞ্জেলেস প্রবাসী বাংলাদেশীদের তিনি শিক্ষিত প্রবাসী বলে অভিহিত করেন এবং সকল বক্তাই পরিমিত বক্তব্য রাখার জন্য বক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আবার সকলের সাথে মিলিত হবার জন্য নাঈমুল ইসলাম খান আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে সোহেল রহমান বাদল বলেন, দেশবাসী কিভাবে চলবে তার দিক নির্দেশনা দিবে সংবাদপত্র এবং সম্পাদকরাই সে কাজটি করে থাকেন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নিউইয়র্ক থেকে সাহিত্য ম্যাগাজিন বাংলার মুখ প্রকাশিত

একুশ রিপোর্ট

অসংখ্য পত্রিকার ভীড় ঠেলে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছে মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিন 'বাংলার মুখ'। প্রথম সংখ্যা এপ্রিল ইতিমধ্যে পাঠকদের হাতে পৌঁছে গেছে। প্রথম সংখ্যাটি চমকে দেবার মতো। এতে স্বদেশ ও প্রবাসের স্বনামধন্য লেখকদের লেখা ছাপা হয়েছে। অপসেট পেপারে সুদৃশ্য মলাটে পরিচ্ছন্ন এ সাহিত্য ম্যাগাজিনটির দাম রাখা হয়েছে ৩ ডলার। ক্যালিফোর্ণিয়ায় ব্যুরো চীফ হিসেবে রয়েছেন শেখ রাজা ও তপন দেবনাথ।

মনোরম এই সাহিত্য ম্যাগাজিনটি সম্পাদনা করছেন ডাঃ মহসীন আলী, সহকারী সম্পাদক বশীরউদ্দিন আহমেদ ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন আব্দুল আউয়াল। একুশ পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা বাংলার মুখ সাহিত্য ম্যাগাজিনের আত্মপ্রকাশকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ সেন্টার এখন বাংলাদেশ একাডেমী সেন্টার

একুশ রিপোর্ট

''ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কালবৈশাখীর ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর''। বঙ্গাব্দ ১৪১৫ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া বাংলাদেশ সেন্টার আবার চালু হলো নতুন একক মালিকানায়। মুছে যাক গ্লানির মন্ত্রে সজীব হয়ে উঠবার অপেক্ষায় রয়েছে থার্ড স্ট্রীটের বাংলাদেশীদের এই সেন্টারটি। পূর্বে অনেক মৌলিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করাটা দুরুহ ছিলো। বর্তমানে একক মালিকানায় তা করা সম্ভব হবে বলে জানালেন বাংলাদেশ একাডেমী সেন্টারের পরিচালক জাহিদ হোসেন পিন্টু। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মাঝে রয়েছে প্রতি শুক্রবার লাইভ মিউজিক ফুডসহ ব্যাংকুয়েট স্টাইলে পারিবারিক সন্ধ্যা। সেট মেনু থেকে সুলভ মূল্যে ৮:৩০ থেকে ১১:৩০ পর্যন্ত খাবার পরিবেশন করা হবে। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পঞ্চম থেকে এগারো গ্রেড পর্যন্ত হোমওয়ার্ক সাপোর্ট চলবে। মাসের মধ্যে দুইবার জব প্লেসমেন্টের উপর সেমিনার ও সহযোগিতা চলবে। জব ফেয়ারের ব্যবস্থা ও ট্রেনিংয়ের জন্য প্রচেষ্টা চালাবে এই সেন্টার। আর সাধারণের জন্য সুলভ মূল্যে পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। মাত্র ৪ ব্লক দূরে স্ট্রাকচার্ড পার্কিংয়ে মাত্র ৫ ডলারে অফুরন্ত পার্কিং থাকবে এবং শাটল থাকবে লোক আনা নেওয়ার জন্য। জাহিদ হোসেন পিন্টু ফান্ড রেইজিং ডিনারের আয়োজন করেছেন ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায়।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ 3717 West 3rd Street, Suit # 201, Los Angeles, CA – 90020 Phone : 213 -804 -0526, 213 -454 -3353

পরদেশ রেষ্টুরেন্ট ও গ্রোসারী
২১৩-৩৮০-৪০৭০

ইসলামিক মীট এন্ড ফুড মার্ট
৮১৮-৩৪৩-৯১২৩

বাড়ির দাম কমছে, বাসা ভাড়া বাড়ছে

একুশ ডেস্ক

বাড়ির দাম যখন ১০-৩০% কমছে তখন এপার্টমেন্টগুলির ভাড়া হু হু করে বাড়ছে। এপির এক তথ্যে বলা হয়, লস এঞ্জেলেস/ অরেঞ্জ কাউন্টিতে বাসা ভাড়া বেড়েছে ৪ শতাংশ, সানবেরনানডিলে/ রিভারসাইডে ১.৫ শতাংশ, ভেন্টুরা কাউন্টিতে ১.৮ শতাংশ। সানহোজেতে ৯.১ শতাংশ, সানফ্রান্সিসকো/ অকল্যান্ডে বেড়েছে ৯.৪ শতাংশ। অন্যদিকে সব কিছুর দাম যখন বাড়ছে, কাপড় চোপড়ের দাম কমছে ১.৩ শতাংশ। গার্মেন্ট রপ্তানীকারক দেশগুলি ডলারের অবমূল্যায়ন ও জ্বালানী তেল বাড়ার ফলে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তেলের দাম ১২৫ ডলার ব্যারেলে গিয়ে ঠেকেছে। ৪ ডলার গ্যালনে গ্যাগোলিনের এই উর্ধ্বগতি প্রবাসীদের মাঝে হতাশা বয়ে আনছে।

লস এঞ্জেলেসে চালের রেশন

একুশ রিপোর্ট

অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সাথে স্থানীয় প্রবাসীরা যখন হিমশিম খাচ্ছে তখন হোলসেল ব্যবসায়ী কস্টকো, স্যামস ক্লাব আমদানীকারক কিছু ব্র্যান্ডের চালের রেশন শুরু করেছে। ঐ সব বড় দোকানগুলিতে চালের দাম কিছুটা কম থাকায় এবং ভবিষ্যতে দাম আরো বাড়বে অনুমান করে স্থানীয় এশিয়ান ও অন্যান্য অভিবাসীরা যাদের খাদ্যের প্রধান তালিকায় ভাত, তারা প্রয়োজনের চেয়ে অধিক চাল কেনার ফলে এই রেশনিং শুরু হয়েছে। জ্বালানী তেল এবং আমদানীকারক দেশগুলিতে চালের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় এখানে চালের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ঐসব দোকানে নোটিশ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যে বেশী চাল কিনতে হলে ম্যানেজারের অনুমতি লাগবে এবং যে কোন সময় তারা একটা সিলিং বেধে দিতে পারবে।

লস এঞ্জেলেস টাইমের প্রথম পাতার হেডলাইনের নিউজে এ ব্যাপারে বিশাল নিউজ করাতে স্থানীয় বাংলাদেশী দোকানগুলিতে চালের এই উর্ধ্ব মূল্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হলে এশিয়া মার্টের স্বত্ত্বাধিকারী নাথ বাবু জানান, দেশী দোকানগুলিতে চালের কোন সংকট নেই। আমেরিকান চালের কমতি নেই। তবে আমদানী করা চালের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এই মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ প্রবাসীদের এর জন্যে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। প্রতি মাসে ধাপে ধাপে চালের এই উর্ধ্বগতির কারণ হিসাবে ডলারের অবমূল্যায়ন, জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও উৎপাদন কম হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। চালের প্রায় ১০-১৫ শতাংশ বিক্রি কমেছে।

কান্ট্রি অব অরিজিনের উপর নির্ভর করে চালের দাম বাড়ছে। ছ'মাস আগে যে চালের বস্তার দাম ছিলো ১০ ডলার এখন তা ২০ ডলার। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। মূল্যবৃদ্ধির কারণ - রিসেশন বা অর্থনৈতিক মন্দাভাব, ডলারের অবমূল্যায়ন। ইমপোর্ট সামগ্রীর দাম বেড়ে যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা নেমে এসেছে। জিনিসের দাম বাড়াতে বিক্রিও কমে গেছে। মানুষের আয় সীমিত। যতটুকু প্রয়োজন প্রবাসীরা ততটুকুই কিনছেন বা কম কিনছেন। বড় পরিবার নিয়ে যারা আছেন তারা খুবই অসুবিধায় আছেন। দেশের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তেলের দাম বৃদ্ধিতে সব সামগ্রীতেই তার প্রভাব ফেলেছে। তেলের মূল্যবৃদ্ধি ফলে প্রবাসীদের উপরে প্রচন্ড চাপ পড়েছে। যারা গাড়ী ব্যবহার করে তারা বেশী বিপদে, তারা এখন দূরপাল্লায় সেই গাড়ির ব্যবহার বন্ধ করে ছোট গাড়ি বা হাইব্রিড গাড়ির প্রতি নজর দিচ্ছেন। প্রবাসীদের বিভিন্ন স্তরের সামাজিক সেতুবন্ধনেও তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি প্রতিফলিত হচ্ছে। যোগাযোগের হার কমে যাচ্ছে।

দেশের সরকারের কাছে কি ম্যাজিক ল্যাম্প আছে যে সবকিছুর দাম তারা নাগালে আনতে পারবেন যেখানে বিশ্বব্যাপী এই মন্দাভাব। আমাদের দেশের দলগুলো গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় গেলে কি তারা সারা বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে দেশকে সামাল দিতে পারবেন? এটাই এখনকার সবার প্রশ্ন।